দৈনিক খবর

তারিখ 17 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১৬ই ফেব্রুয়ারী।– উপাচার্যকে অপসারণ সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। প্রায় ১৪ মাস ধরে এখানে অচলাবস্থা বিরাজ করছে এবং পড়াশোনা বন্ধ রয়েছে। অথচ শিক্ষকরা মাসে মাসে বেতন গুণছেন আর ছাত্র–ছাত্রীরাও মাসিক ফি পরিশোধ করছেন। অপরদিকে অভিভাবকদের কমপক্ষে ১৭ কোটি টাকা বাড়তি খরচের সম্মুখীন হতে হয়েছেইতিমধ্যে।

সাবেক উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনকে অপসারণ করা হয় গত ৩০শে ডিসেম্বর। সিনেট সদস্যদের ভোটে তিনি উপাচার্য মনোনীত হয়েছিলেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাকে অব্যাহতি দিয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আর আই চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোনরূপ উন্নতি হয়নি বরং সার্বিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। অধ্যাপক সিরাজউদ্দিনকে অপসারণের প্রতিবাদে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা একাংশ লাগাতার ক্লাস বর্জন করছেন। ছাত্র ঐক্য এবং চাকসু লাগাতার কর্মসূচী পালন করছে।

উপাচার্য ডঃ আর আই চৌধুরী ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেছেন। কিন্তু কোন সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেননি। ফলে অচলাবস্থা কাটছে না। দিন দিন জটিলতর হচ্ছে। উপাচার্য গত সপ্তাহে ঢাকায় সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অবহিত করেছেন বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১৬ই মার্চ থেকে রমজানের ছুটি শুরু হওয়ার কথা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ মার্চের প্রথম দিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সমূহ বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্র–ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হতে পারে। ছুটি শেষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হবে বহিরাগত এবং অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য যে, ছাত্র ঐক্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ ৬ মাসের জন্যে বন্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়েছে।